যায়যায়দিন

তারিখ 15 JAN 2009
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ২

খুলনায় উচ্চমূল্যে টেক্সট বই বিক্রি হচ্ছে

খুলনা অফিস

খুলনায় মাধ্যমিক পর্যায়ে বোর্ডের বই নির্ধারিত দামের চেয়ে উচ্চমূল্যে বিক্রি হচ্ছে। সরবরাহ কম হওয়ার অজুহাত দেখিয়ে কয়েক পাইকারি পুস্তক বিক্রেতা সিন্ডিকেটের মাধ্যমে বই নিয়ে কারসাজি করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

সূত্র জানিয়েছে, নগরীর কয়েক পাইকারি পুস্তক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মালিক সিন্ডিকেট করে বাজারে পাঠ্যপুস্তকের কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টি করেছে। ফলে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত টেক্সট বই বাজারে ঠিকমতো পাওয়া যাচ্ছে না। শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত মূল্যের চেয়ে কোনো বইয়ের দাম এক টাকাও বেশি নেয়ার বিধান নেই। অথচ এসব নিয়মের তোয়াক্কা না করে নির্ধারিত দামের বেশি নেয়া হচ্ছে। বাজারে ষষ্ঠ হতে নবম শ্রেণীর বাংলা, ইংরেজি ও অঙ্ক বই পৌঁছেছে। ষষ্ঠ শ্রেণীর এক সেট বইয়ের দাম ৭৮ টাকা হলেও অনেক দোকানে তা ৯০-৯৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। সপ্তম শ্রেণীর ৮৮ টাকা সেটের বই ১০০ টাকায়, অষ্টম শ্রেণীর ১০১ টাকা সেটের বই ১২০ টাকায় এবং নবম শ্রেণীর ১৫৬ টাকা সেটের বই ১৭০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে বলে জানা গেছে। কেউ দু'-একটি বই কিনতে চাইলে তাকে দেয়া হচ্ছে না। টেক্সট বইয়ের সঙ্গে কেউ নোট বই কিনলে তাকে বইতে লেখা দামেই বই দেয়া হচ্ছে।

সূত্র জানিয়েছে, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নোট বই বিক্রি আইনত দণ্ডনীয় হলেও নগরীর বিভিন্ন দোকানে তা অহরহ বিক্রি হচ্ছে। তবে এখানে আইনের কিছুটা কড়াকড়ি থাকায় পাইকারি বই ব্যবসায়ীরা শহরের খুচরা বিক্রেতাদের বোর্ডের টেক্সট বই না দিয়ে মফস্বল এলাকায় পাঠিয়ে দিচ্ছে। মফস্বলে আইনের কড়াকড়ি বা নজরদারি তেমন জোরালো না হওয়ায় টেক্সট বইয়ের সঙ্গে দেদার নোট বই বা গাইড বই বিক্রি হচ্ছে। শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের বাধ্যতামূলকভাবে সেসব বই কিনতে হচ্ছে। সংসারের খরচ মিটিয়ে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের অভিভাবকদের বই কিনতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছে।

এদিকে বিক্রেতারা সিন্ডিকেটের বিষয়টি অস্বীকার করছেন। তারা বলেন, ঢাকা থেকে কোনো কমিশন ছাড়াই বইয়ের গায়ের দামে তাদের বই কিনে আনতে হচ্ছে। ফলে কিছু বেশি দামে বিক্রি করা ছাড়া তাদের উপায় নেই। তারা বলেন, খুলনার মার্কেটে চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম। ফলে ক্রেতাদের চাপ লেগেই আছে।

জেলা প্রশাসনের একটি সূত্র জানিয়েছে, বই বিক্রি নিয়ে অভিযোগ জেলা প্রশাসনে এসেছে। আজকালের মধ্যে বিষয়টি খতিয়ে দেখে তা সুরাহা করতে মনিটরিং টিম বাজার পরিদর্শনে নামবে। কোনো অনিয়ম পাওয়া গেলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সিন্ডিকেটের কারসাজির অভিযোগ

খুলনার পুস্তক ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেন বলেন, খুলনায় কোনো সিন্ডিকেট নেই। কোনো পাইকারি বিক্রেতা সঙ্কট সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত নয়। অধিক দামেও কেউ বই বিক্রি করছে না। এ বছর সরকারি টেন্ডার হওয়া ৭০ কোটি টাকার পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে ৪৯ কোটি টাকার কাজ পেয়েছে একটি বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান। সেখান থেকেই মূলত বইয়ের বাজার নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। একটি প্রতিষ্ঠানের হাতে বই চলে যাওয়ায় বইয়ের বাজারে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে।